সম্মানিত গ্রাহক

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের এখনই সময়!

অবৈধ অর্থ গ্রহণ/সংগ্রহ

ব্যাংকে জমাকরণ

টাকা জমার মাধ্যমে প্লেসমেন্ট সম্পন্নকরণ

বিভিন্ন প্রয়োজনে/ অপ্রয়োজনে টাকা স্থানান্তর (লেয়ারিং)

মানিলন্ডারিং প্রক্রিয়া

ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করে অন্য কোন নতুন বিনিয়োগ

(ইন্টিগ্রেশন)

বাড়ী/গাড়ি/অন্য কোন সম্পত্তি ক্রয়ের মাধ্যমে অবৈধ অর্থকে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা

মানিলন্ডারিং কি?

মানিলন্ডারিং হচ্ছে সম্পৃক্ত অপরাধমূলক কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদের উৎস গোপন বা আড়াল করা এবং এরূপ অর্থ বৈধ অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা। বৈধ বা অবৈধ পন্থায় বা পরোক্ষভাবে আহরিত বা অর্জিত সম্পদ অবৈধভাবে হস্তান্তর, রূপান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হতে আনয়ন বা উক্ত কাজে সহায়তা করা। এটি একটি ফৌজদারি অপরাধ।

মানিলন্ডারিং সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ ঃ

১) দুর্নীতি ও ঘুষ;
২) মুদ্রা জালকরণ;
৩) দলিল দস্তাবেজ জালকরণ;
৪) চাঁদাবাজি;
৫) প্রতারণা;
৬) জালিয়াতি;
৭) অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা;
৮) অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা;
৯) চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা;
১০) অপহরণ, অবৈধভাবে আটকে রাখা ও পণবন্দী করা;
১১) খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি;
১২) নারী ও শিশু পাচার;
১৩) চোরাকারবার;
১৪) দেশী ও বিদেশী মুদ্রা পাচার;
১৫) চুরি বা ডাকাতি বা দস্যুতা বা জলদস্যুতা বা বিমান দস্যুতা;
১৬) মানব পাচার;
১৭) যৌতুক;
১৮) চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ;
১৯) কর সংক্রান্ত অপরাধ;
২০) মেধাস্বত্ত্ব লংঘন;
২১) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান;
২২) ভেজাল বা স্বত্ত্ব লংঘন করে পণ্য উৎপাদন;
২৩) পরিবেশগত অপরাধ;
২৪) যৌন নিপীড়ন (Sexual Exploitation);
২৫) পুঁজিবাজার সম্পর্কিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তা কাজে লাগিয়ে শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে বাজার সুবিধা গ্রহণ ও ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার লক্ষ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation);
২৬) সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organised Crime) বা সংঘবদ্ধ অপরাধী দলে অংশগ্রহণ;
২৭) ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়;
২৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য অপরাধসমূহ;
২৯) পর্ণোগ্রাফি;
৩০) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিএফআইইউ কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত অন্য যে কোন সম্পৃক্ত অপরাধ।

মানিলন্ডারিং এর দন্ড ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২) ধারা অনুযায়ী, "কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে তিনি অন্যূন ৪ (চার) বৎসর এবং অনধিক ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক, অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন"।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের গ্রাহকদের করণীয় ঃ

- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন সম্বন্ধে জানুন, নিজে সচেতন হোন এবং অন্যকে সচেতন করুন।
- নিয়মনীতি মেনে ব্যাংকিং করুন। আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন।
- অপরিচিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন করতে হলে তার সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে নিন।
- আপনার কর্তৃক গৃহীত বা প্রদত্ত অর্থ কোন অবৈধ উৎস থেকে আসছে বা যাচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে সচেতন থাকুন।
- আপনার ব্যাংক হিসাব অন্যজন কর্তৃক ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।
- ব্যাংক হিসাব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে আপনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য (পরিচিতি, পেশা ও আয় ইত্যাদি) প্রদান করুন।
- ব্যাংকের হিসাবধারী নন এমন গ্রাহক (Walk-in-Customer) কর্তৃক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন।
- ব্যাংক হিসাবে ঘোষিত সম্ভাব্য লেনদেনের পরিমান (TP) এর সঙ্গে সংঘটিত লেনদেনসমূহ সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
- হুন্ডিকে না বলুন। বৈদেশিক বাণিজ্য/রেমিট্যান্স প্রেরণে ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করুন ও অন্যদের উৎসাহিত করুন।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তুলুন। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখুন।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ